ঝিনাইদহ সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. আব্দুর রশিদ আর নেই

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাড. আব্দুর রশিদ ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

বৃহস্পতিবার রাত ৩টার দিকে ঢাকায় আনোয়ার খান মর্ডান মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ তিনি।

অ্যাড. আব্দুর রশিদ কৃষকলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা মন্ডলির সদস্য, মরমী কবি পাগলাকানাই একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল ঝিনাইদহের সাবেক পিপি ছিলেন। গত ২২আগস্ট থেকে বুকে ব্যাথা এবং শাস কষ্ট নিয়ে হাসপাতলে ভর্তি হয়েছিলেন।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পাগলাকানাই ইউনিয়নের বেড়বাড়ি গ্রামে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তিনি জন্ম গ্রহন করেন, পিতার নাম মৃত আহম্মদ আলী বিশ্বাস। মৃতকালে তিনি স্ত্রী, একপুত্র এবং তিন কন্যা সন্তানসহ অসংখ্য ভক্ত, অনুসারী ও গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।

তাঁর মৃত্যুতে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ঝিনাইদহ-১ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল হাই এমপি, সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু, ঝিন্ইাদহ-২ এর সংসদ সদস্য তাহজিব আলম সিদ্দিকী সমি এমপি, ঝিনাইদহ আদালতের আইনজীবী সমিতির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, ঝিনাইদহ সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম হিরণ চেয়ারম্যান, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাদিয়া জেরিন, উপজেলা পরিষদ, জেলা জাসদের সভাপতি সাধারণ সম্পাদক, জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল ও ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে শোক জানানো হয়েছে।

এছাড়াও তিনি আব্দুর রউফ ডিগ্রি কলেজ, ফজর আলী গালর্স স্কুল এন্ড কলেজ, বেড়বাড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বাড়িবাথান দাখিল মাদ্রাসা, জিয়ানগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি থাকার কারণে এসব প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে শোক ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করা হয়েছে।

বিকাল বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টায় ঝিনাইদহ উজির আলী হাইস্কুল এন্ড কলেজ মাঠের ঈদগাহ ময়দানে মরহুমের জানাজার অনুষ্ঠিত হবে।

মেহেরপুরে সৈয়দা মোনালিসা ইসলামের উঠান বৈঠক

শেখ হাসিনার উন্নয়নের ধারা পৌঁছে দিতে মেহেরপুর জেলা মহিলা লীগের উদ্যোগে উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

গতকাল বুধবার বিকেলে হালদার পাড়ার ভৈরব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগ মেহেরপুর শাখার সাধারণ সম্পাদিকা রুথ শোভা মন্ডলের সঞ্চালনায় মেহেরপুর পৌরসভার ২নং ওয়ার্ড যুব মহিলা লীগের সভাপতি নুরনাহার বেগমের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির পত্নী এবং মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলার সভানেত্রী সামিউল বাসিরা পলি, মেহেরপুর পৌরসভার সভা নেত্রী রোকসানা কামাল রনু, ৭নং ওয়ার্ড সভাপতি চম্পা, মুজিবনগর উপজেলার সভানেত্রী তহমিনা খাতুন সহ বিভিন্ন নেত্রী ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে শহিদুল ইসলাম

পেরেশানের গণসংযোগ

শেখ হাসিনা কে আবারো ক্ষমতায় রাখতে ও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশানের গণসংযোগের আয়োজন করা হয়।

আজ বুধবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলা ৮নং ওয়ার্ড সুবিদপুর আওয়ামী যুবলীগের উদ্যোগে গণসংযোগের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক আতিক স্বপনের সঞ্চালনায় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এর সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এম এ এস ইমন, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাদু, সদর থানা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক সাজেদুর রহমান সাজু কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের সেক্রেটারির রায়হান উদ্দিন মন্টু
সহ বিভিন্ন নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক বহি:স্কার, কমিটি বিলুপ্ত

মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রলীগ সম্পাদকের মাদক গ্রহনের ছবি ভাইরাল এবং সংগঠন পরিপন্থী কার্যকলাপের কারনে শেখ সাকিবকে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ থেকে সাময়িক বহিস্কার করা হয়েছে। সেই সাথে স্থায়ীভাবে বহি:স্কারের জন্য বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদ বরাবর সুপারিশ করা হয়েছে। এদিকে একই বিজ্ঞপ্তিতে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রলীগের কমিটিকে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার (৫ সেপ্টেম্বর) রাতে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন ও সাধারণ সম্পাদক মুনতাছির জামান মৃদুল স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

জানা গেছে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ সাকিবের মাদক গ্রহনের ছবি ভেসে বেড়াচ্ছে । জনগনের বন্ধু নামের একটি ফেসবুক আইডি থেকে গত ১১ আগষ্ট সাকিবের ইয়াবা সেবনের একটি ছবি পোষ্ট করা হয়। পরে মূহুর্তেই ছড়িয়ে পড়ে ছবিটি। পরে গত ২ সেপ্টেম্বর গাঁজা সেবনের আরও একটি ছবি একই আইডি থেকে পোষ্ট করা হয়। সেই সাথে তাকে বহিষ্কারের দাবি জানায় ওই ফেসবুক আইডিটি। এছাড়াও ছাত্রলীগের মহাসমাবেশে না গিয়ে বিএনপি নেতা কর্মীদের সাথে বসে আড্ডা দেওয়ারও ছবি পোষ্ট করে জনগনের বন্ধু নামের ওই ফেসবুক আইডিটি। এতেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন ইউনিটের ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা। এরকম মাদকাশক্ত একজন ছাত্রনেতার অবিলম্বে বহিষ্কারের দাবি জানায় ছাত্রলীগ নেতারা।

মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন ও সাধারণ সম্পাদক মুনতাছির জামান মৃদুল বলেন, সংগঠণ বিরোধী, শৃংখলা পরিপন্থি, অপরাধমুলক এবং সংগঠনের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয় এমন কার্যকলাপের সাথে জড়িত থাকার অপরাধে মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ সাকিব কে সাময়ীক বহি:স্কার করা হয়েছে। এছাড়া মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রলীগের কমিটি মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় কমিটির সকল কার্যক্রম বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

মেহেরপুর ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা কর্মী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমরা দেখেছি তার মাদক গ্রহনের ছবি। এতে ছাত্রলীগের মান ক্ষুন্ন হয়েছে। মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা কর্মী জানায়, মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বির্তকীত কাজ করে ছাত্রলীগকে কলঙ্কিত করছে। অবিলম্বে এমন ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেয়ারও জোর দাবি জানান তারা। এছাড়াও মুজিবনগর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকের পদে থেকে সে বিয়েও করেছে। ইতিমধ্যে তার একটি কন্যা সন্তানও আছে। ২০১৭ সালের ২৯ নভেম্বর চার সদস্যের মুজিবনগর ছাত্রলীগের কমিটির অনুমোদন দেই জেলা ছাত্রলীগ। পরে তিন মাসের মধ্যে পূর্নাঙ্গ কমিটি করার নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু ৬ বছরেও হয়নি পূর্নাঙ্গ কমিটি।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সম্পাদক এমএ খালেক অসুস্থ্য

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক অসুস্থ্য হয়ে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে এমএ খালেক হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
তিনি কোল্ড এনার্জি ও হাইপ্রেসারে ভুগছিলেন। বর্তমানে তার অবস্থা উন্নতির দিকে বলে জানান তিনি।

এমএ খালেক জানান,গতকাল সোমবার সন্ধ্যার দিকে ব্যক্তিগত অফিসে বসে নেতাকর্মীদের সাথে রাজনৈতিক আলাপচারিতায় ছিলাম। হঠাৎ অসুস্থ্য হয়ে পড়লে দ্রুত মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে পরিবারের লোকজন।

তিনি বলেন, কোল্ড এনার্জি থেকে এ্যাজমায় রুপ নিয়েছে। বর্তমানে হাইপ্রেসার, অক্সিজেন ও রক্তের লেবেল নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এক সপ্তাহ পর্যন্ত বিছানায় বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসক।

ন্যায় বিচার না পেলে পরিবারসহ আত্মহত্যার হুমকি যুবলীগ নেতার

পাওনা টাকা ও ন্যায় বিচার না পেলে পরিবারসহ আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছেন মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক কমিটির সদস্য দেবাশিষ বাগচি মনু।

মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর সোডাপ মিলনায়তনে জেলা যুবলীগের যুগ্ম

আহবায়ক শহীদ সরফরাজ মৃদুলের বিরুদ্ধে করা সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ হুমকি দেন।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, আমি আওয়ামী পরিবারের সন্তান এবং আমি নিজেও বর্তমানে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক কমিটির সদস্য। পারিবারিক সূত্রে বহুবছর যাবৎ ঠিকাদারি ব্যবসা করে আসছি। সে ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেনের ছোট ভাই জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহীদ সরফরাজ মৃদুলের সাথে যৌথভাবে ঠিকাদারি ব্যবসা শুরু করি। ২০১৫ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত গণপূর্ত, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রকৌশলী, এলজিইডিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩০ থেকে ৩৫টা নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ করেছি। যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ২৫ থেকে ২৭ কোটি টাকা।

তিনি বলেন, ২০২১ সালের প্রথম দিকে যৌথ ঠিকাদারি ব্যবসা পরিসমাপ্তি ঘটালে তার সাথে আমার মুলধন ও লভ্যাংশসহ আনুমানিক দুই কোটি ৫০ লক্ষ টাকার উপর পাওনা হয়। প্রাপ্য টাকার না পেয়ে আমার ও তার পরিবারের লোকজনসহ জেলা যুবলীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে অবহিত করি। এক সময় সবার হস্তক্ষেপে ২০২৩ সালের জানুয়ারীতে আমার সাথে হিসাব করতে রাজি হয়। আমি হিসাবে বসতে বললে বিভিন্ন অজুহাতে সময় ক্ষেপন করে। এক পর্যায়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বললে তখন সে মৌখিক ভাবে এক কোটি ৮০ লক্ষ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মিমাংসা কেও এবং আমাকে চলতি বছরের জুলাই মাসের ১৬ তারিখে ঢাকায় যেতে বলে । ঢাকার আদাবরে তার বাসার সামনে গেলে রিংরোড সাহাবুদ্দিন প্লাজার ওসিস কফিসপে বসে আমাকে ২৪/০৭/২০২৩ তারিখ দিয়ে রুপালি ব্যাংক মেহেরপুর শাখার এক কোটি ৮০ লক্ষ টাকার একটি চেক প্রদান করে।

আমি চেকে দেওয়া তারিখ অনুযায়ী ২৪ জুলাই টাকা উত্তোলোনের জন্য অগ্রণী ব্যাংকে চেক জমা করি। এক সপ্তাহ পর ব্যাংক থেকে চেক ডিজ অনার দেখিয়ে সার্টিফিকেট প্রদান করে। যেখানে লেখা আছে গত ৪ এপ্রিল ২০২১ তারিখে একাউন্ট বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু ওই চেক ব্যাংকে জমা দেওয়ার দিনই চেকদাতা শহীদ সরফরাজ মৃদুল চেকটি হারিয়ে গেছে বলে মেহেরপুর থানায় একটি মিথ্যা জিডি করে, যার নম্বর ১২৭৫। এর পর থেকে সে আমাকে বিভিন্নভাবে হুমকি প্রদান করে এবং আমি সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের হওয়ায় জাত-পাত তুলে গালিগালাজ করে।

আমি নিরুপায় হয়ে গত ৩০ আগষ্ট শহীদ সরফরাজ মৃদুলের নামে একটি

আইনগত নোটিশ পাঠায়। একই দিন আমার বিরুদ্ধে সে আদালতে একটি পিটিশন মামলা করে। ওই মামলার কারনে ১ সেপ্টম্বর আমার বাড়িতে পুলিশে তল্লাশি চালায়। বর্তমানে আমি ও আমার পরিবার হুমকির মধ্যে রয়েছি। আমি সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ হিসেবে আমাকে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে মানসিকভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, আমাকে দেওয়া চেক ছিনিয়ে বা প্রশাসনিক ক্ষমতায় নিয়ে নেওয়া হলে এবং আমি ন্যায় বিচার না পেলে পরিবারসহ আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার কোন উপায় থাকবে না।
সংবাদ সম্মেলনে মেহেরপুর জেলায় কর্মরত বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

তবে, অভিযুক্ত জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহীদ সরফরাজ মৃদুলের মোবাইলে ফোন করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

মেহেরপুরে শহিদুল ইসলাম পেরেশানের গণসংযোগ

শেখ হাসিনা কে আবারো ক্ষমতায় রাখতে ও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশানের গণসংযোগের আয়োজন করে।

সোমবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলা শোলমারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়-২ প্রাঙ্গণে কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের উদ্যোগে গণসংযোগের আয়োজন করা হয়।

কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের সেক্রেটারির রায়হান উদ্দিন মন্টুর সঞ্চালনায় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি এডভোকেট মিয়াজান আলী, জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এর সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ

বিষয়ক সম্পাদক এম এ এস ইমন, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাদু, কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি হাজী সাইফুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা পরিষদের সদস্য মোঃ ইমতিয়াজ হোসেন মিরন, সদর থানা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক সাজেদুর রহমান সাজু সহ বিভিন্ন নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে আ.লীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ১০

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র আওয়ামী লীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। সোমবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার রামচন্দ্রপুর বাজারে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন ধরে ওই গ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা আহম্মদ আলী ও ইউপি সদস্য চান্নুর সমর্থকদের মধ্যে এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল। সোমবার সকালে আলী আহম্মদের দুই সমর্থককে মারধর করে ইউপি সদস্য চান্নুর লোকজন। এরপর বিষয়টি জানাজানি হলে চান্নু মেম্বরের লোকজনকে প্রতিহত করতে আসে প্রতিপক্ষরা। একপর্যায়ে দুই গ্রুপের লোকজন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষে উভয় গ্রুপের আহত হন অন্তত ১০ জন। এ সময় স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি নিয়ে যায়।

কালীগঞ্জ থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুবুর রহমান বলেন, দুই দলের বিরোধে সংঘর্ষে কয়েকজন আহত হয়েছে। সংবাদ শুনেই সেখানে পুলিশ পাঠিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

গাংনীর বাওটে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত

গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের বাওট সোলাইমানী মাধ্যমিক বিদ্যালয় হলরুমে গ্রামের নারীদের নিয়ে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রাইপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি সামসুজ্জামান মঙ্গলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর-২ আসনের এমপি পত্নি মোছা: লাইলা আরজুমান বানু।

বাওট গ্রাম আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও বাওট সোলাইমানী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি সাবেক মেম্বর সাহবুদ্দীনের সঞ্চালনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন, গ্রাম আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুল গনি, আওয়ামীলীগ নেতা মনিরুজ্জামান আতু, মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের ৪.৫,৬ নং ওয়ার্ডের মেম্বর শিল্পি খাতুন, সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত নারী সদস্য ফেরদৌসী খাতুন প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে লাইলা আরজুমান বানু বলেন, বর্তমান সরকার বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, বয়স্ক নারীদের জন্য ভাতা চালু করেছেন। সরকার দেশের সকল ক্ষেত্রে উন্নয়ন করে চলেছেন। নারীরা আজ নির্বিঘ্নে রাস্তায় চলাচল করতে পারছেন। তাই সরকারকে আবারও ক্ষমতায় আনতে নারীদের এগিয়ে আসতে হবে। দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি ধরে রাখতে নৌকা মার্কায় ভোট দিতে হবে।

উঠান বৈঠকে এলাকায় বিভিন্ন শ্রেনীর পেশার নারীরা অংশ নেন।

গাংনীতে শাহিদুজ্জামান শিপুর উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও

সমাবেশ

গাংনীতে বিএনপির নৈরাজ্য ও মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের উস্কানীমূলক ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে কটুক্তি করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে জেলা ছাত্র লীগের সাবেক সহ সভাপতি শাহিদুজ্জামান শিপু।

আজ শনিবার রাত ৮ টার সময় শাহিূদুজ্জামান শিপুর নেতৃত্বে একটি বিশাল বিক্ষোভ মিছিল তার রাজনৈতিক কার্যালয় থেকে সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে গাংনী বাজার বাসস্ট্যান্ডে সমাবেশে মিলিত হয়।

ধানখোলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আলি আজগর এর সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শাহিদুজ্জামান শিপু।

এসময় পৌর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক রাহিবুল ইসলাম, শ্রমিক লীগ নেতা মনিরুল ইসলাম মনি, গাংনী বাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম রফিক, ছাত্র লীগ নেতা মাজিদুল ইসলাম প্রমুখ।

ছাত্র লীগ নেতা উজ্জ্বল হোসেনের সঞ্চালনায় সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলে আওয়ামী লীগ,যুবলীগ,সেচ্ছাসেবক লীগ, ছাত্র লীগের তৃণমূল নেতাকর্মী অংশ গ্রহন করেন।